আবিষ্কার গাইড - ৭

আপনার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

ডঃ পট্রিশিয়া এবং ডেভিড মারজেক তাদের কর্মজীবনে অগণিত হৃদয়বিদারক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন । শিশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে তারা অনেক শিশু রোগীর চিকিৎসা করেছেন । কিন্তু একটা বিষয়ে তারা বিস্মিত হয়ে গেছেন, কিভাবে যে রোগে অনেক শিশু প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়, সেই রোগ থেকেই অনেক শিশু বেঁচে ফিরে আসে । কেন ? কেন যে বয়সে ছেলেদের পড়াশোনা করা দরকার, সেই বয়সী অনেকে নেশাখোর হয়ে ওঠে । কেন নষ্ট ছেলেরা কলঙ্কিত নায়কে পরিণত হয় ? আবার তাদের বয়স্যরা স্বাভাবিক সুন্দর মাতাপিতার আদর্শ পালন করে?

এই সমস্ত প্রশ্নের উওর খুঁজতে ডাক্তার দম্পতি গভীর গবেষণা করেন । তাদের নিরীক্ষণ থেকে তারা জানতে পারেন এর গূঢ় রহস্য । শুধুমাত্র আশাব্যঞ্জক প্রত্যাশাই এই দুরারোগ ব্যাধি থেকে তাদের নীরোগ জীবনে ফিরিয়ে আনে ।

প্রত্যাশার জন্যই এই তারতম্য । প্রত্যাশা, আমাদের জীবনে কুপ্রভাবকে পরাভূত করে । মানব জীবনে প্রত্যাশার অতীব প্রয়োজন ।

কিন্তু প্রত্যাশা আমরা কিভাবে পেতে পারি ? এই জগতে প্রত্যাশা খুবই দুষ্পাপ্য -- তথাপি আমরা বাইবেলের ভাববাণী থেকে এর উপলব্ধি লাভ করতে পারি আবিষ্কার গাইড এক অসাধারণ ভাববাণী পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এই ভাববানী অসংখ্য ব্যক্তি জীবনকে প্রত্যাশার আলোয় ভরিয়ে তুলছে ।

১।

খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বৎসর পূর্বে, ভাববাণী দানিয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর জগৎকে এক চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বানী প্রদান করেছিলেন ।

ঈশ্বর দানিয়েলের আমল থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পরিপূর্ণ খসড়াচিত্র ২,৫০০ বছর আগে থেকে দানিয়েলের মাধ্যমে আগ্রিম ব্যক্ত করে রেখেছিলেন ।

প্রায় ২,৫০০ বছর আগে বাবিলের রাজা নবুখদনিৎসরের এক স্বপ্নের মধ্যে ঈশ্বর এই ভবিষ্যৎ পূর্নাঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন । এই স্বপ্ন সম্রাটকে বিব্রত করেছিল, কিন্তু তিনি স্বপ্নটি স্মরণ করতে পারছিলেন না । বাবিলের সমস্ত জ্ঞানীজন এই স্বপ্ন রাজাকে স্মরণ করাতে বা এর ব্যাখা দিতে ব্যর্থ হলে, দানিয়েল নামক জনৈক ইব্রীয় কারাবন্দী যুবক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন, তিনি দাবি করেন যে, স্বর্গের ঈশ্বর সমুদয় রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম । রাজার সম্মুখে তিনি ঘোষণা করেন ঃ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ঐ প্রতিমার মধ্যে সমসাময়িক কোন প্রত্যাশা নাই, কিন্তু সবুর করুন ।

২।

নবুংখদনিৎসরকে হুবহু বলের বিস্মিত করে দানিয়েল দর্শনিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ঃ

''স্বপ্নটি এই ; এখন আমরা মহারাজের কাছে ইহার তাৎপর্য জ্ঞাত করি । ''
-- দানি ২ ঃ ৩৬

সুবর্ণময় মস্তক ঃ দানিয়েল রাজাকে সুবর্ণময় মস্তক কোন পার্থিব শক্তির প্রতীক বলেছেন ?

রৌপ্যময় বক্ষ ও বাহু ঃ মানবিক দৃষ্টিতে বাবিল রাজ্যের অস্তিত্ব কোদিন লোপ হওয়ার কথা নয় । কিন্তু ভাববাণী এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি বলে ?

ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারস্যের সেনাধ্যক্ষ সাইরাস ৫০৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাবিল সাম্রাজ্যের পতন ঘটান । সুতরাং রূপার বক্ষ এবং বাহু অপর শক্তিশালী মাদীয় - পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতীক ।

পিত্তলময় উদর এবং উরু ঃ বিশাল মূর্তির এই অংশটি কিসের বিবরণ ?

পিতলের উদর এবং উরুদেশ গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতীক । মহন আলেকজান্ডার মাদীয় - পারসিকদের পরাজিত করে গ্রীসকে জগতের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করেন । ৩৩১ - ১৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই রাজত্বকাল স্থায়ী হয় ।

লৌহময় জঙ্ঘা ঃ আলেজান্ডারের মৃত্যুর পর, তার রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ১৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পিদনার যুদ্ধে লৌহবৎ রোমীয় শক্তি গ্রীস রাজত্বের অবসান ঘটায় ।

আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে যখন যীশুর জন্ম হয় তখন রোমীয় সম্রাট ছিলেন আগস্তু কৈসর (লুক ২ ঃ ১) । খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতগণ লৌহময় জঙ্ঘার রাজত্বকালে এই জগতে ছিলেন ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গিবন নিঃসন্দেহে দানিয়েলের ভাববাণী স্মরণে রেখে লিখেছিলেন ঃ ‘‘স্বর্নময়, বা রৌপ্যময়, বা পিত্তলময় রাজ্যসমূহ একের পর এক উত্থিত হয়ে অবশেষে লৌহবৎ রোম সাম্রাজ্যের শক্তিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয় ।’’

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভেবে দেখুন ।

কিভাবে অনাতগত হাজার হাজার বছর পরের ধারাবাহিক ঘটনাবলি বাবিল রাজ্যে বসবাসকারী দানিয়েলের পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভবপর ? পরের সপ্তাহের বাজারদর কি হবে সেটাই আমাদের পক্ষে অগ্রিম বলা সম্ভব নয় !

অথচ বাবিল, মাদীয় - পারসিক, গ্রীস এবং রোম রাজত্বের বিবরণ নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

ভবিষ্যৎ কি ঈশ্বরের হাতে নির্ভরশীল ? তাঁর মহৎ পরিকল্পনায় কি আমরা প্রত্যাশা খুঁজে পাই ? অবশ্যই !

প্রতিমার চরণ কিছু লৌহময় এবং কিছু কিছু মৃত্তিকাময় ঃ রোমের পরে কি কোন পঞ্চম রাজ্যের অস্তিত্ব আছে ?

ভাববাদী কোন পঞ্চম জাগতিক সাম্রাজ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি, তিনি লৌহবৎ রোম সাম্রাজ্যের বিভাগগুলির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন । রোম দশটি খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, প্রতিমার চরণ এবং অঙ্গুলির প্রতীক হিসাবে ।

এটি কি প্রকৃতপক্ষেই ঘটেছিল ? অবশ্যই ঘটেছে । খ্রীষ্টীয় যুগের চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পূর্ব দেশীয় বর্বর জাতির অবক্ষয়ী রোম সাম্রাজ্যের উপর বারংবার আঘাত এবং আক্রমণ রোম সাম্রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে । এবং অবশেষে দশটি প্রধান জনগোষ্ঠী পশ্চিম রোম সহ সারা ইউরোপে স্বাধীন দশটি রাজ্য স্থাপনা করে । এইভাবে চরণের অঙ্গুলি ইউরোপের বর্তমান জাতিগুলির নিদর্শন ।

৩।

বাইবেলের ভাববাণীতে কি উল্লেখ করা হয়েছে যে ইউরোপের জাতিগোষ্ঠীগুলিকে একক শাসনাধীনে আনবার প্রচেষ্টা করা হবে ?

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ একের পর এক চেষ্টা করেছেন সমূহ ইউরোপীয় জাতিগুলির এক ছত্রছায়ায় আনয়নের, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন । নেপোলিয়ান সকলের থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাভূত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়নের পর তিনি সম্ভবত দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমার কাছে স্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণাই যথেষ্ট ।’’

কাইজার উইলহেলম্ দ্বিতীয় এবং অ্যাডলফ্ হিটলার তাদের সমকালে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন । কিন্তু ইভয়েই ইউরোপকে তাদের শাসনাধীনে আনতে ব্যর্থ হন । কিন্তু কেন ? তাহলে যে ঈশ্বরের বাক্য বর্থ হয়ে যাবে । দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে নিশ্চিত বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হস্তগত । তিনিই পরম নিয়ন্ত্রাতা । এই জন্যই আমাদের জীবনের জন্য তাঁর মহৎ পরিকল্পনা আমাদের মনে প্রত্যাশা, শান্তি এবং প্রত্যয় উৎপাদন করে ।

৪।

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর কেবলমাত্র একাংশ এখনও সফল হতে বাকি । প্রতিমার চরণে আঘাতকারী এবং চূর্ণ-বিচূর্ণকারী প্রস্তরটির তাৎপর্য কি ?

ঐ রাজগণ প্রতিমার আঙুল নির্দেশিত আমাদের আমলের ইউরোপের আধুনিক শাসকগণের প্রতীক । বিনা হস্তে খনিত প্রস্তরটি প্রতিমাকে খন্ড বিখন্ড করে সারা জগতে রাজ্য বিস্তার করবেন (৩৪, ৩৫, ৪৫ পদ) । শীঘ্রই যীশু স্বর্গ থেকে অবতরণ করে ঐ রাজ্য স্থাপন করবেন । অতঃপর খ্রীষ্ট, যুগপর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর এবং রাজগণের রাজাধিরাজ, চিরকাল জগৎ শাসন করবেন ।

শেষ কার্যটি ব্যতীত দানিয়েল ২ অধ্যায়ের ভাববাণীর সব কিছুই ফলপ্রসূ হয়েছে -- প্রস্তরাঘাতে প্রতিমার চূর্ণীকরণ এখনও সফল হয়নি । ঈশ্বরের সময়সারণী অনুসারে আমরা মহৎ চরম পরিণতির দিকে গিয়ে চলেছি, আমাদের জগতে খ্রীষ্টের পুনরাগমন । যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, মানব ইতিহাসের দীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে প্রেম ও অনুগ্রহের অনন্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন ।

৫।

এই ভাববাণীতে জাতিগণের উত্থান - পতনে ঈশ্বরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । ঈশ্বর অতীত এবং ভবিষ্যৎ সবই যে সমানভাবে জ্ঞাত তা এই ভাববাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশিত । ঈশ্বর জতিগুলির গতিবিধি যেমন সুচারুরূপে পরিচালনা করেন, তিনি প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে তেমনই হস্তক্ষেপ করেন । যীশু আমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন ঃ ঈশ্বরের বিশ্বাস আমাদের সমূহ উদ্বেগ এবং ভীতির প্রতিষেধক । তাঁর প্রত্যাশা আমাদের প্রাণের লঙ্গরস্বরূপ (ইব্রীয় ৬ ঃ ১৯) ।

ষোড়শ শতাব্দীর বিদগ্ধ পন্ডিত ইরাসমাস তাঁর এক সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন । এই অভিজ্ঞতা তাঁর সারা জীবনের স্মৃতি । তাঁর জাহাজ প্রচন্ড ঝড়ের প্রকোপে পতিত হয় । নাবিকগণ পর্যন্ত আতঙ্কিত হয় । সবাই তাদের ইষ্টদেব কিম্বা পরমেশ্বরকে চিৎকার করে ডাতে থাতকে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে ।

ইরাসমাস এক জন মহিলা যাত্রীকে নিরুদ্বেগ দেখে আশ্চর্য হন ।

তিনি লিখেছেন ঃ ‘‘আমাদের মধ্যে কেবল সেই মহিলা নির্বিঘ্নচিত্তে নিজের শিশুকে কোলে নিয়ে আপনমনে প্রার্থনা করে চলেছিলেন, সৌম্যমূতি, মুখে কোন উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল না । এ যেন তা স্বাভাবিক সাধনা । দেখে মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসের ম্যধ্যে কোন খামতি ছিল না । জাহাজ যখন ডুবু ডুবু, মহিলাকে একটি কাষ্ঠখন্ডে চাপিয়ে দেওয়া হয় । ছেলে কোলে নিয়ে সে উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে থাকে । সে যে বাঁচবে কেউ এটা ভাবতে পারেনি ।

কিন্তু তার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা তাকে কোনমতে টলাতে পারেনি ।

সবচেয়ে বড় বিস্ময় হল এই মহিলাই সর্বাগ্রে সন্তান কোলে নিয়ে সমুদ্রতটে পা রাখেন ।

বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখলে সব কিছু অন্যরকম হয়ে যায় -- এমন কি আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে মনে হলেও । আমরা স্বক্ষমতায় এগিয়ে চলতে পারি না । এক মহৎ হস্ত আমাদের ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় ।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যদি আপনি খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে আসেন, প্রত্যেক বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় তিনি আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করবেন । যীশুর প্রতিশ্রুত পরম শান্তি আবিষ্কার করুন ঃ আপনি কি সেই শান্তি পেয়েছেন ? পেলে যীশুকে ধন্যবাদ দিন, তিনি আপনার ত্রাণকর্তা । আর যদি না পান, এখনই কেন তাঁকে আপনার জীবনে আহ্বান করছেন না?